



106965 - এক ব্যক্তির দাদী অসুস্থ ও বহুশ। রোযা পালন না করার কারণে কিতাঁকে কাফফারা দিতে হবে

প্রশ্ন

প্রশ্ন :

প্রায় দড়ে বছর ধরে আমার দাদী/নানী অসুস্থ। তাঁর হুঁশ নই, তিনি কথা বলতে পারেন না এবং খাবারদাবারও চান না। যদি আমরা তাঁকে কোন খাবার দই তবু তিনি খান। তাঁর সাথে কটে কথা বললে তিনি কদাচিৎ তাকে চিনতে পারেন। তাঁর যা প্রয়োজন সটোও তিনি আমাদেরকে বলেন না।[যমেন ধরুন তিনি বলেন না যে, আমি টয়লটে যাব। আল্লাহ আপনাদেরকে সম্মানতি করুন\*\*] তাঁর অবস্থা হলো- তিনি কোন নড়াচড়া ছাড়া বহিনার উপর ঘুমিয়ে থাকেন। তাঁর ছলেরো তাঁকে নড়াচড়া করতে সাহায্য করে। আমি তাঁর সিয়াম ও সালাতেরে ব্যাপারে জানতে চাই। আমরা কিতাঁর পক্ষ থেকে ফদিয়া আদায় করব এবং ইতপূর্ববে গত অবস্থার জন্য আমাদের কোন করণীয় আছে কী?

[\*\* আরবী ভাষাভাষীরা অপবতির জনিসি যমেন জুতো, টয়লটে ইত্যাদির কথা উল্লেখেরে পর সাধারণত “আল্লাহ আপনাদেরে সম্মানতি করুন” এই দু’আটি উল্লেখ করে থাকে।]

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

যনি বয়সেরে ভারে দেহে ও মনেরে চরম অবনতির পর্যায়ে পট্টে গছেরে, তাঁর ববিকে-বুদ্ধি লোপ পয়ে গছেরে, হুঁশ থাকে না এমন ব্যক্তিনামায-রোযার দায়তির থেকে অব্যাহতি পয়ে যান। তাঁর উপর কোন কাফফারা আদায় করাও আবশ্যিক নয়। কারণ মুকাল্লাফ(শরয়ি দায়তিরপ্রাপ্ত) হওয়ার জন্য শরত হচ্ছববিকেবুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া।

নবীসাল্লাল্লাহু‘আলাইহিওয়াসাল্লামবলছেরে :“তনিব্যক্তিরউপরথেকে (দায়তিরেরে) কলমউঠিয়েনয়োহয়ছেঃ (১)

যুমন্তব্যক্তজাগ্রতহওয়াপর্যন্ত (২) শিশুবালগিহওয়াপর্যন্তএবং (৩) পাগল ববিকেবুদ্ধিফিরিপোওয়াপর্যন্ত ।”[আবুদাউদ (৪৪০৩), তরিমযী ( ১৪২৩), নাসাঈ (৩৪৩২), ইবনমোজাহ (২০৪১)]আবুদাউদবলছেরে: “এ হাদসিটি বরণনা করছেরে ইবনে জুরাইজ ক্বাসমি ইবনে ইয়াজদি হতে, তিনি আলীরাদিয়াল্লাহু আনহুহতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহিওয়া সাল্লাম হতে এবং এ বরণনাতে তনিالْخُرْفِ (বয়বেবুদ্ধ) শব্দটি যোগ করছেরে।শাইখ আলবানী এই হাদসিটিকে ‘সহীহ আবু দাউদ’গ্রন্থে সহীহ হিসেবে চহিনতি করছেরে।

আউনুল মাবুদ গ্রন্থে বলছেরে:



“আলখারফি” শব্দটি “আলখারাফ” শব্দ হতে উদ্ভূত। এর অর্থ হলো বার্ধক্যের কারণে বুদ্ধি লোপ পাওয়া। হাদিসে এ শব্দটির অর্থ হলো অতশিয় বৃদ্ধব্যক্তি, বার্ধক্যের কারণে যার বুদ্ধি-বিকেল্য ঘটছে। অতি বৃদ্ধ ব্যক্তির কখনো কখনো বুদ্ধিভিন্ন হতে পারে। যারফলে তিনি ভালমন্দ বচির করতে পারেন না। এমতাবস্থায় তিনি আরমুকাল্লাফ (দায়িত্বপ্রাপ্ত) বলে বিবেচিত হন না। এ অবস্থাকে পাগলামিও বলা যায় না। সমাপ্ত

শাইখ ইবনে উইছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ বলছেন:

“নমিনোকত শরত ব্যতিরেকে কারো উপর রোযা পালন করা ওয়াজবি হয় না:

১. বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া

২. সাবালগ হওয়া

৩. ইসলাম

৪. সক্ষমতা থাকা

৫. সংসারী (মুকমি) হওয়া, সফরনোথাকা

৬. নারীদরেক্ষতেরহোয়যে ওনফিসমুকতহওয়া

প্রথম শরত:

বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া। এরবিপরীত হল বুদ্ধি-বিকেল্য হওয়া। তাপাগলামির কারণ হোক বা বার্ধক্যজনিত অক্ষমতার কারণে হোক অথবা কোনে দুর্ঘটনার কারণে বোধশক্তি অনুভূতশক্তিলোপ পয়ে যাক। বিবেকবুদ্ধিলোপ পাওয়ার কারণে ব্যক্তির উপর কোনে শরয়দিয়ত্ববর্তায়না। এর উপর ভিত্তিকিরবেলা যায়যে, বৃদ্ধব্যক্তি যদি বার্ধক্যজনিত অক্ষমতার চরম পর্যায়ে পৌঁছে তবে তাঁর উপর রোযা বা ফদিয়া প্রদান করার দায়িত্ববর্তায়না। কারণ তাঁর বিবেকবুদ্ধি অনুপস্থিত।” সমাপ্ত [লিক্‌বাউল বাবলি মাফতুহ ( ৪/২২০)]

পক্ষান্তরে ইতিপূর্বে যা গত হয়েছে সে সময়েরে ক্ষতেরে উনার অবস্থা যদি এমনই হয়ে থাকে যে উনার কোনে জ্ঞান বাউপলব্ধি ছিল না তবে তাঁর উপর কোনে সিয়াম বা কাফফারানই। আর যদি তাঁর জ্ঞান ও বোধশক্তি থাকে থাকে কনিতু রোগেরে কারণে সিয়াম ত্যাগ করে থাকেনে সক্ষেতেরে দুটি অবস্থা হতে পারে :

(১) যদি সে সময় তাঁর রোগমুক্তরি আশা ছিল। কনিতু তিনি সুস্থ না হয়ে রোগ আরো দীর্ঘায়তি হয়। তবে তার উপর কোনে কছু বর্তায় না। কারণ তাঁর ওয়াজবি ছিল সুস্থ হওয়ার পর কাযা আদায় করা। কনিতু তিনি তৌ আর সুস্থ হননি।

(২) আর যদি অবস্থা এমন হয় যে, সে সময় ওঁতার সুস্থ হওয়ার কোনে

আশা ছিল না তবে তাঁর পক্ষ থেকে পেরতদিনেরে পরবিত্তকোফফারা আদায় করা ওয়াজবি। কাফফরা হচ্ছ একজন মসিকীনকে অর্ধসা‘পরমাণ



স্থানীয় খাদ্যদ্রব্য প্রদান করা। আপনারা যদি এ কাফফারা আদায় না করে থাকেন তবে তাঁর সম্পদ থেকে তো আদায় করুন।  
আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর সুস্থতা ও রোগে নরিময়রে দোয়া করছি এবং আপনাদের জন্য তাওফিকি ও দৃঢ়তার প্রার্থনা করছি।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।